Cosmo School

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা ১ম পত্র

'আমাদের লোকশিল্প'

'নকশা, রং ও বুনন কৌশল সবই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী হয়'—কথাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের আদিবাসীদের তৈরি বস্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে। 'আমাদের লোকশিল্প' রচনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, বান্দরবান, রামগড় এলাকার চাকমা, কুকি ও মুরং এবং সিলেটের মাছিমপুর অঞ্চলের মণিপুরি মেয়েদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এরা নিজেদের ও পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্র বুনে থাকে। তাদের বোনা কাপড় সাধারণত মোটা ও টেকসই হয়। সেই কাপড়ের নকশা, রং ও বুনন কৌশল সবই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী হয়।

নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামে জামদানি কারিগরদের বসবাস। শতাব্দীকাল ধরে এ তাঁতশিল্প বিস্তারলাভ করেছে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী এ এলাকায়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, শীতলক্ষ্যা নদীর পানির বাষ্প থেকে যে আর্দ্রতার সৃষ্টি হয়, তা জামদানি বোনার জন্য শুধু উপযোগীই নয়, বরং এক অপরিহার্য বস্তু বলা চলে। ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া এবং পরিস্থিতির জন্য শুধু অতীতের তাঁতিদের তাঁত শিল্পই নয়, বর্তমানে বড় বড় কাপড়ের কারখানাও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। মসলিন যারা বুনত, তাদের বংশধররা যুগ যুগ ধরে এ শিল্পধারা বহন করে আসছে বলে জামদানি শাড়ি আমরা আজও দেখতে পাই। বর্তমান যুগে, জামদানি শাড়ি দেশে-বিদেশে শুধু পরিচিতই নয়, গর্বের বস্তু।

বিলুপ্ত লোকশিল্প মসলিন, লুপ্তপ্রায় নকশিকাঁথা ছাড়াও কুমারদের তৈরি মাটির জিনিসপত্র, পিতলের বাসনকোসন, বিভিন্ন এলাকার তাঁতশিল্প, কুমিল্লার খাদি কাপড়, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের মণিপুরিদের নিজেদের তৈরি কাপড়সহ নানা শৌখিন লোকশিল্প, সিলেটের শীতল পাটি, খুলনার মাদুর, বরিশালের কাঠের নৌকা, প্রতীকধর্মী কাপড়ের পুতুলের কথা বলেছেন। এসব উপকরণ আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও জীবনের যেমন প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি বৈদেশিক মুদ্রাও আনয়ন করে।

শীতলক্ষ্যা নদীর পানির বাষ্প থেকে যে আর্দ্রতার সৃষ্টি হয় তা জামদানি বোনার জন্য উপযুক্ত, তাই জামদানি কারিগরদের বসবাস শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামেই জামদানি কারিগরদের বসবাস। শতাব্দীকাল ধরে এ তাঁতশিল্প বিস্তার লাভ করেছে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী এ এলাকায়। ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া এবং পরিস্থিতির জন্য শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে জামদানি কারিগরদের বসবাস।

লেখক আমাদের লোকশিল্পের নানা ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। এসব ঐতিহ্যের মধ্যে নকশিকাঁথা অন্যতম। একসময় গ্রামের মেয়েরা বর্ষার মৌসুমে নকশিকাঁথা সেলাই করত। আবার অনেক মেয়ে এই কাথা সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করত। যার সাথে জড়িত থাকত পরিবারের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কত স্মৃতি। অথচ আজ এই নকশিকাঁথা লুপ্তপ্রায়।

প্রশ্নঃ বর্ষাকাল নকশিকাথাঁ সেলাইয়ের উপযুক্ত সময় কেন?